আলবেয়ার কাম্যু : এক সংগ্রামী চরিত্র

জাস্টিন ও ব্রায়েন

ভাষান্তর : সব্যসাচী ভট্টাচার্য

অদৃষ্ট আগেভাগেই জানত যে আলবেয়ার কাম্যুর পরমায়ু মাত্রই ছেচল্লিশ বছর, তাই হয়ত ওঁর ওইরকম গতিময় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বেঁচে থাকাটাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দান করেছিলেন। যদি সত্যিই তাঁর জীবন সম্পূর্ণ হত তাহলে বোধহয় সবকিছু সাবলীলভাবে চলত আর পৃথিবীও বোধ হয় সহজে তাঁকে মেনে নিতে পারত। যে মানুষ একবার বলেছিলেন, ''আমার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য এতই বেশি যে আমি মৃত্যুর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতেই পারি।...'' সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সমস্ত রচনায় বারবার তিনি মৃত্যুর চিন্তায় ফিরে ফিরে গেছেন, কারণ বলেছিলেন তিনি মৃত্যুসন্ধানী।

কাম্যুর ভবিতব্য যেসব মাধ্যমের সাহায্যে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ত্বরান্বিত করেছিল সেগুলি এইরকম - প্রকাশন ও বন্ধুমহল, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, যুগশ্লাভিয়া, পর্তুগাল, পোল্যাণ্ড ও জাপানের অনুবাদকগোষ্ঠী। স্বাভাবিকভাবেই কাম্যু এঁদের সবার নাম সব সময় সঠিকভাবে মনে করতে পারতেন না। এই মুহূর্তে কাম্যু জীবিত নেই। আর আমাদের অনুবাদে তাঁর দ্বিতীয় মরণোত্তর রচনা আমেরিকাতে প্রকাশিত হতে চলেছে। একটু আগে উল্লেখ করা অসংখ্য কারণগুলির মধ্যে আমি নিজেকে নগণ্য বলে মনে করতে বাধ্য হচ্ছি যেহেতু, তাঁর চারটি বই ইংরাজিতে অনূদিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কাম্যুর অনুবাদ শুরু করিনি। কাম্যুকে প্রায় সাধারনের পরিবেশ, পরিস্থিতিতে আমি পেয়েছি, -যেমন যদি তিনি প্রথম এদেশে এলেন সে সময় কোনো বক্তৃতামঞ্চে, বা প্যারিসের রাস্তায় ছুটে চলা কোনো দ্রুতগামী জীপে আলখাল্লা পরা অঁদ্রে জিদ মুখ ঘুরিয়ে কামুর পেছনের একটি ছোট সীটে ঘেঁষাঘেষি করে বসা আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়, অথবা, প্যারিসের কোনো মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে ওঁর একজন অতিথি, প্রয়াত আমেরিকান উপন্যাসিক রিচার্ড রাইটের উপস্থিতিতে। অথবা, গালিমার প্রকাশনার সম্পাদক হিসেবেও ওঁকে ওঁর অফিসে পেয়েছি। প্যারিসের কোনো মঞ্চে যখন কাম্যু ক্যালিগুলা নাটকের মহড়ায় ব্যস্ত ছিলেন সে সময়ও আমি ওঁকে দেখেছি। তাই খুব অনিবার্যভাবেই আমি প্রথম থেকেই এমন একজন মানুষের উষ্ণতা, সহজ সরল আচরণ এবং স্পষ্টবাদিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, যাঁকে অদৃষ্ট আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েগেল। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে এবং নিজের লেখার মাধ্যমেও তিনি খুব সহজে পাঠকদের বা অন্যদের উদ্দেশ্য করে যখনই যা-কিছু বলেছেন, প্রায় সেই মুহূর্তে থেকেই তাঁর সঙ্গে এক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং কেউ -ই তাঁর বিশেষ শিশুর মতো সরল হাসিটি উপেক্ষা করতে পারত না।

ওই হাসি, যেটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও এবং যে-হাসি সর্বক্ষণের সঙ্গী করে আমাদের দেশে কাম্যুকে একজন তরুণ অতিথি হিসেবে দেখা যাচ্ছে। ভড়ং ছাড়া তিনি একজন সাদাসিধে মানুষ; হয়ত কলম্বিয়ার Manson Francophile -এর ম্যান্টেলপিসের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, বা Gremmich -এ আমার আস্তানায় হাতে সিগারেট নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসা একদল অতি উৎসাহী ছাত্রের ছুঁড়ে দেওয়া একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন। একজন ঝানু রাজনীতিবিদের মতই তিনি যৌবনকে খুবই পছন্দ করতেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যতের বীজ এদের মধ্যেই উপ্ত আছে। তাছাড়া, সাধারণভাবে আমাদের অর্জিত যে-কোনও ধরনের অভিজ্ঞতার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় তাঁকে এত প্রাণময় উচ্ছল মনে হত। এখানে (আমেরিকাতে) কাম্যুর বই Knoff প্রকাশন প্রকাশ করার অল্প কিছুদিন আগেই আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে এবং সেটাও হয় কাম্যুকে ওইরকম ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে পাওয়ার আগে। আমি বললাম ব্যক্তিগতভাবে কারণ ১৯৪৪ সালে প্যারিসে একজন মার্কিন অফিসার হিসেবে আমি প্রথম একজন ঔপন্যাসিক - নাট্যকার - দার্শনিক - এর নাম শুনেছিলাম যাঁকে নিয়ে সেই সময় প্যারিস মুখর ছিল। ওঁর লেখা সেই সময় দুষ্প্রাপ্য ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমার জানা ছিল প্রকাশক গালিমার সবসময় বড় মাপের স্টক্ তাদের গুদামে মজুত রাখে- আমি কয়েকটি কপি যোগাড় করতে পেরেছিলাম। আর ঠিক তখনই, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে শোনা গেল যে, আমেরিকাতে The Stranger প্রকাশ হতে চলেছে এবং কাম্যু সশরীরে এখানে উপস্থিত হচ্ছেন।

কোন আমেরিকান Francophile -ই বোধ হয় আগে নিউইয়র্কে এরকম কোনো ফরাসী ভাষায় বক্তৃতার কথা স্মরণে আনতে পারবেন না, যাতে প্রায় তিনশ লোক উপস্থিত হয়েছিল। যাই হোক, ১৯৪৬ -এর ২৮ শে মার্চ সন্ধেবেলা আমরা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাল ম্যাকমিলান থিয়েটারে প্রায় চারগুণ বেশি শ্রোতা উপস্থিত হলাম। সত্যি বলতে কি, যুদ্ধের পর, ফরাসীদের মতে এটাই প্রথম এতবড় জমায়েত এবং তিনটি বক্তৃতার নাম দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে Vercors, Thimerais ও Albert Cammus। Parntheon সংস্থা এখানে The Silence of the Sea, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় ছেপেছিল এবং যে-সমস্ত ফরাসী লেখকদের থেকে গত চার বছর ধরে আমরা যাচ্ছেতাইরকমভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলাম তাদের লেখক থেকে কোনও অংশে এই বইটি কম নয়; এবং এটি রাতারাতি Vercors এই ছদ্মনামটিকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলল। 'Thimerais' কিন্তু অপরিচিতই থেকে গেল কারণ, Editions de Minuit নামে যে প্রকাশন সংস্থা গোপনে ১৯৪৩ সালে কাম্যুর উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল রচনা La Pensee Patiente (Patient Thought) প্রচার করেছিল তারা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে অধরাই ছিল।

কিন্তু অনেকেই জেনে গিয়েছিল যে মাত্র ৩০ বছর বয়সে কাম্যু The Stranger নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন, যেটি ফ্রান্সে অত্যন্ত সমাদৃত এবং একই সঙ্গে তিনি অদ্ভুত নামের একখানি প্রবন্ধ ও দুটি নাটক লিখেছেন। কয়েকজন মার্কিন সৈন্য Combat নামে একটি সংবাদপত্র নিয়ে এসেছিল, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাম্যু নিজে।

যে তিনজন বক্তা ২৮ শে মার্চ সভায় বলবেন বলে স্থির ছিল, তাঁদের সম্বন্ধে মাত্র এটুকুই নিউইয়র্কবাসীরা জানতেন। প্রত্যেকেই আবার ফরাসী ভাষা শুনতে চাইছিলেন এবং দখলকালীন অন্ধকারময় বছরগুলিতে টিকে থাকা কয়েকজনকে সশরীরে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সে সময়ে ফরাসী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মঁসিয়ে ক্লোদ্ লেভি-স্তোস্ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন যে, সেদিনের সভাটির ব্যবস্থা কোনো আন্ত : বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় করা হবে। সুতরাং যেমুহূর্তে আমি উর্দি ছেড়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষায় অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম, উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করলেন।

ঘটনাচক্রে Vercors, Thimerais (যাঁর আসল নাম Leon Motchane, এবং যিনি লেখালেখির জগত থেকে পদার্থবিদ গণিতজ্ঞদের মধ্যে বেশি পরিচিত) এবং আমি সভার আয়োজনের জন্য আলবেয়ার কাম্যুকে মিড্‌টাউন থেকে তুলে নিলাম। ''মনুষ্যসমাজের সংকট'' এই নামে সভাটিকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সম্ভবত নামটি কাম্যুর নিজের দেওয়া। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের আগের দিন আমরা চারজন আপার ব্রড্‌ওয়ের ছোট হোটেলগুলির একটিতে কাম্যুর ঘরে উপস্থিত হলাম। যে হাসি সহজ - সরল, প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো

একজন অত্যন্ত সাধারণ ছোক্‌রাকে মনে পড়িয়ে দিতে বা যে কারণে এলিভেটরে অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুবতীটি তাঁর দিকে সপ্রশংস হাসি ছুড়ে দিয়েছিল। কাম্যুর সেই নিজ হাসির ধরণটি আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না। যেই আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আর বলিষ্ঠ তরুণ কাম্যু বিছানার উপর শুয়ে, কয়েকটি লেখা কাগজ সামনে মেলে ধরে, দেখতে লাগলেন ঠিক তখন থেকেই যেন তিনি আমাদের দলটিকে জিতে নিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সভায় অন্য দুজন বক্তা যত ভালই বলুন না কেন, কাম্যু কিন্তু বিতর্কে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিগত যুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে কোনোও সীমারেখা না টেনে, কাম্যু কিন্তু খুব সহজে মানুষের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরলেন - যেটি তাঁর মতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফসল। চিরন্তন আদর্শ বিস্মৃত হয়ে সমগ্র মানবসমাজ কি নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করেনি? কিন্তু, তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সহজ সরল উৎসাহী ভঙ্গীতে যে - মুহূর্তে কাম্যু কোনো ভণিতা ছাড়াই বিষয়ে ঢুকে পড়লেন যে-বিষয়টিকে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাঁকে অ্যালজিয়ার্স, আউশভিৎর্জ বা মাদ্রিদ ও প্যারিসের উদারহণ টানতে হয়েছিল। তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠল তিনি মানুষের সম্মান ও সামগ্রিক ন্যায়বিচারের সপক্ষে সওয়াল করেছেন। যখন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের বললেন, বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী, - এমনকি যে আতঙ্কের সঙ্গে আমরা এতদিন ধরে যুদ্ধ করে এসেছি (কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প, গ্যাস চেম্বারে গণহত্যা) ইত্যাদি আমাদের সংঘটিত অপরাধকে হলে উপস্থিত কেউ -ই অঙ্গীকার করতে পারলাম না। এরপর কাম্যু, যিনি তাঁর তত্ত্বে কখনই কোনো সদর্থক ইতিবাচক দিকের উল্লেখ না করে সমালোচনা করতেন না, আমাদের বললেন যে, অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবেও মানবজীবনে সততা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সচেষ্ট হতে পারি।

ঠিক সেই সময়েই আমাদের একজন ছাত্র একটি ছোট চিরকুটে লিখে পাঠল যে, ফ্রান্সে যুদ্ধে অনাথ শিশুদের জন্য পাঠানো সাহায্য গায়েব হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে কাম্যুর অসাধারণ মন্তব্যের পর আমাকে বলতে হল যে ''মানবজাতির সংকট'' সত্যিই আমাদের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সম্ভবত ফরাসী অনাথ শিশুদের সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ প্রমাণিত হল। এই কথা শুনে, ভাগ্যক্রমে একজন সহৃদয় শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন, যেন প্রত্যেকেই হল থেকে বের হবার সময় আবার একবার প্রবেশমূল্য দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে-মেয়ে দুটির কাছ থেকে দুটি কালো বাক্স চুরি হয়ে গিয়েছিল, তারা ছুটে গিয়ে আবার বাক্স সাজিয়ে বসল।

পরদিন কেউ-ই শুনে অবাক হল না যে, দ্বিতীয়বার সংগৃহীত ''প্রবেশ মূল্য'' প্রথমবারের থেকে অনেক গুণ বেশি। হাজার হলেও, কাম্যু নিজে তাঁর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং সবাই তাঁর বিশ্বাস জাগানো বক্তৃতায় মোহিত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। বক্তাদের মধ্যে একজন প্যারিসে ফিরে গিয়ে এই ঘটনার কথা Figaro পত্রিকাকে বলাতে, তারা এর ওপর আধ কলম লিখেছিল, যার সবটাই ছিল সেই আমেরিকার প্রশংসায় ভরা, যে দেশকে বলা হয়ে থাকে গুণ্ডা ও হৃদয়বাণের দেশ।

এবং এটি সর্বাংশে ঠিক যে আলবেয়ার কাম্যুর উচিত ছিল সবার আগে আমেরিকার জনগণকে সম্বোধন করা, অবশ্য যদি বলা যায় যে ওইরকম একটি বিষয়ে তাঁর প্রথম বক্তৃতা মার্কিন শ্রোতাদের উদ্দেশেই ছিল। যে পত্রিকাটি ফরাসীতে সংবাদিকতায় সততার নতুন মাত্রা ও নব উদ্যম সংযোজন করে, সেই Combat পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাম্যু তখনও পর্যন্ত কাজ করছিলেন। তাঁর আগের লেখা সম্পাদকীয়গুলির কোনও একটিতে তিনি গড়পড়তা মানদণ্ডে মনুষ্যত্বের বিচারকে অভিযুক্ত করেছিলেন; যেন যা-গড়পড়তা নয় তাই দিয়েই মানবিকতার ব্যাখ্যা করা উচিত। তাঁর লিখিত সবকটি সম্পাদকীয়তেই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মানুষের সম্মান ও মহত্বের প্রতি চিরন্তন আগ্রহকে সমর্থন করে গেছেন। Etiemble লিখেছেন যে, ''Combat পত্রিকার কাম্যু দেখিয়ে গিয়েছেন, একজন সাংবাদিক যখন ভাষাকে পৃথকভাবে বিচার করেন বা একটি সম্পাদকীয় নির্মাণ করেন বা একটি সাধারণ মাপের সম্পাদকীয়কে শিল্প করে তোলেন, তখনই তিনি নিজেকে একটি চরিত্র হিসাবে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করেন।''

কাম্যুর সেরা ফটোগ্রাফগুলির একটিতে কাম্যুকে দেখা যায় তিনি একটি সংবাদপত্রের প্রেসে ছাপার মেশিনের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন; ডান হাতে ধরা আছে একটি পেন্সিল আর বাঁ হাতে অবশ্যই সিগারেট। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় সংশোধন করছেন আর একজন অনুগত ছাপাখানার কর্মী তাঁর পাশে, পরবর্তী প্রুফ ছাপার জন্য উপস্থিত। কাম্যুকে দেখলে মনে হয় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং তৃপ্ত, যদিও যথেষ্ট কাজের চাপে আছেন। তাঁর জীবনের শেষ বছরে বলেছিলেন, তিনি দু'টি জায়গায় সর্বাপেক্ষা আনন্দে থাকতেন। তার মধ্যে অবশ্যই একটি ছিল মঞ্চের ওপর, হয় অভিনেতা হিসাবে অথবা একদল অভিনেতা অভিনেত্রীকে নির্দেশদানরত অবস্থায়। আর অন্যটি হল সংবাদপত্রের কম্পোজিং রুম। এই দুটি জায়গাতেই, যারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সুসংবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেইরকম একটি দলের একজন হিসাবেই থাকতেন এবং অবশ্যই এই দুটি অবস্থাতেই তিনি প্রধান চালক হিসাবে কাজ করতেন।

দুঃখজনকভাবে একধারে সাংবাদিক ও প্রবল যুক্তিবাদী কাম্যু এখনও পর্যন্ত আমেরিকাতে যথেষ্ট পরিচিত নন। তবুও, তাঁর স্বল্পায়ু কিন্তু কর্মমুখর জীবনে তিনি কখনোই সাংবাদিকতাকে বর্জন করেননি, যেহেতু এটিই ছিল তাঁর লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৩৮ সালে আলর্জিয়ার্সে ২৫ বছর বয়সে তিনি ALGER REPUBLICAIN কাগজে কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন; এবং পরের বছর আলজেরিয়ার কাবেইল উপজাতির দুঃখদুর্দশার উপর তাঁর রিপোর্টাজ আলোড়ন তোলে। ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন। সেই সময়েই তিনি তাঁর Calligula নাটক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং পাশাপাশি প্রথম উপন্যাস STRANGER লেখার কথা ভাবছিলেন। সরকারের অপ্রিয় হওয়ার জন্য কোনো বন্ধু খুঁজে না পাওয়ায়, তাঁকে জার্মান দখল পর্বের গোড়ার বছর অন্যতম বড় দৈনিক PARIS SOIR-এ কাজ করার জন্য প্যারিস চলে যেতে হয়। এখন একথা সন্দেহাতীত যে একজন পেশাদারী সাংবাদিক হিসাবে তখনই সম্ভবত তিনি একটি নিজস্ব ভবিষ্যৎ সংবাদপত্রের কল্পনা করেছিলেন যেটিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ছাপ থাকবে। শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন COMBAT-এ, ১৯৪২ শালে যোগদানের পরই সেই সুযোগ তাঁর সামনে এল। এবং তিনি গোপনে প্রচারিত একটি সংবাদপত্র ওই একই নামে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। পরবর্তীকালে সেটির প্রধান সম্পাদক হন তিনি নিজে, যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলিতে গালিমার প্রকাশন সংস্থার একজন সম্পাদক হিসাবে তাঁর দায়িত্বপালন এবং The Stranger ও The Myth of Sisyphus প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও The Misunderstanding ও Calligula নাট্য প্রযোজনা এই ক্ষেত্রেই তিনি সম্ভবত সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তাঁর একজন তরণ সহকর্মী Roger Grenier এসময় সম্পর্কে লিখেছেন - ''সংবাদপত্রের পুরো প্রশাসনিক বিভাগ, ছাপাখানার সবাই, যারা যারা কখনও তার কাছে গিয়েছে, তারাই বুঝতে পেরেছে যে কাম্যু মানুষটিকে - এবং প্রত্যেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করে নিয়েছে বা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে তাঁর সংস্পর্শে এসে। যদিও তাদের মধ্যে কেউ -ই হয়ত তাঁর লেখা পড়েনি বা বই-এর জগতের সঙ্গে তাদের কোনোও সম্পর্কও হয়ত নেই।''

১৯৪৭ -এর পর বেশ কয়েক বছর ধরে কাম্যু সাংবাদিকতায় কোনোও স্থায়ী পদে ছিলেন না, কারণ খানিকটা তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য আর কিছুটা তাঁর লেখা বই ও নাটক বাবদ রয়্যালটি হিসাবে নিশ্চিত আর যা তিনি প্রকাশন গালিমার থেকে নিয়মিত পাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও যে-সমস্ত বিষয় তাঁর নিজের কাছে সেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল সেগুলির উপর মাঝে মাঝেই প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালের শরৎকালে সাপ্তাহিক Express (যাতে কাম্যু একসময় প্রায়ই লিখতেন) FRANCOIS MAURIAC, PIERRE MENDES-FRANCE এবং FRANCOIS MITTERAND -এর সহযোগিতায় আকর্ষণীয়ভাবে দৈনিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রবন্ধ L'EXPRESS-এ লিখতে থাকলেন। এই সময়কালেই উত্তর আফ্রিকা সমস্যার ওপর তাঁর মতামত ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন নতুনভাবে L'EXPRESS আবার সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, তখন থেকেই কাম্যু সাংবাদিকের গণ্ডীবাঁধা সময় - দাসত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। এসব সত্ত্বেও প্যারিসের বিভিন্ন সাময়িকীগুলিতে অনিয়মিতভাবে হলেও তাঁর নাম দেখা যেত। অল্প বয়সে আলজিয়ার্সে যে জীবিকায় নিজে যুক্ত হয়েছিলেন, ১৯৬০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত কাম্যু নিজেকে তার থেকে পুরোপুরিভাবে কখনই বিচ্ছিন্ন করেননি।

যে-সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দিতে আমাদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়, সেগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে এক ধরনের সরলতা মিশ্রিত দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত কাম্যু দেখিয়েছেন। যা-কিনা এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার শেষ কথা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আলাদাভাবেই হোক বা Actuells (১৯৫০, ১৯৫৩, ১৯৫৮) নামে তিন খণ্ডে সেগুলি সংকলিত অবস্থাতেই হোক যুদ্ধপরবর্তী প্রজন্মকে তাঁর রচনা এক নৈতিক পথনির্দেশ দেয়, যার সত্যিই প্রয়োজন ছিল। যে স্বাধীন মানসিকতার জন্য তাঁকে ১৯৩৯ সালে সরকারের বিষনজরে পড়তে হয়েছিল সেটির জোরেই তিনি একই সঙ্গে রাশিয়ান শ্রমশিবির ও FRANCO-র মার্কিনী সমর্থনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন। একজন আলজেরীয় - ফরাসীর মতই কাম্যু ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আলজেরিয়ার সংকটগুলির (Actuells-এ পুরো একটি অধ্যায় জুড়েই এ বিষয়ে লেখা রয়েছে) মুখোমুখি হয়েছিল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে আরবদের এবং আলজেরিয়াতে বাসরত কয়েক লক্ষ ফরাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর গণঅভ্যুত্থানের ওপর তাঁর লেখা চমকপ্রদ নিবন্ধমালা, যেগুলির সেই সময়ে ফ্রান্সে প্রকাশ আসন্ন হয়ে এসেছিল, সেগুলির মাধ্যমে তাঁর স্মরণীয় দর্শনের পুনরুল্লেখ এবং সেটির পুঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে, ''অশুভ ব্যাপারগুলির মধ্যে, একনাযকতন্ত্র যেগুলি নির্মূল করার চেষ্টা করে থাকে, তার কোনো একটিও খোদ একনায়কতন্ত্রের থেকে বেশি খারাপ নয়।'' সমগ্র রচনা সংগ্রহের মধ্যে দীর্ঘতমটি হল এই মুহূর্তে সহচেয়ে বিখ্যাত REFLECTIONS ON THE GUILLOTINE; যেটিতে তিনি অনুপুঙ্খভাবে ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেছেন। কিন্তু রচনার ওই পৃষ্ঠাগুলি তাদের মার্জিত যুক্তিবুদ্ধির বিশ্লেষণ, আবেগ ও চেতনার কাছে সমস্ত আবেদন নিয়েও কোনো রকমভাবেই আমাদের স্পর্শ করে না। যদি আমরা তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামের সহযাত্রী অল্পবয়সী কবি RENE LEYNAUN-এর নিজের দেশকে ভালবাসার অপরাধে যাঁকে জার্মানরা হত্যা করে) সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী বিবরণের তুলনা করি।

কাম্যু একবার লিখেছিলেন, ''চেয়ারে বসে থাকা শিল্পীদের সময় শেষ হয়ে গেছে।'' এবং যদিও তিনি নিজে অধুনা জনপ্রিয় ENGAGE শব্দটির আবিষ্কারক নন, তবুও আমাদের কালে তিনি একজন তন্নিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। যেমন ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে সেইরকম সাহিত্যকর্মেও কাম্যু দায়বদ্ধতা ও নির্লিপ্তি এবং দলবদ্ধতা ও একাকীত্বের মধ্যে এক অতি সূক্ষ্ম তারতম্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। যেমন তিনি ''THE ARTIST AND THS TIME'' লেখায় বলেছেন :

''এমনকি, জীবনে প্রতিবাদী হওয়া সত্ত্বেও, যখন আমরা আত্মকেন্দ্রিক ভালবাসা বা স্বার্থপর কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করি, তখন আসলে আমাদের ওই জীবনযাপনই প্রতিবাদ হয়ে দেখা দেয় এবং এমন এক ভাষার জন্ম দেয়, যেটি ওইসব আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ও ভালবাসার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সৃষ্টিকর্মের মূল্যকে মানবিকতার নিরিখে বিচারের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই নির্বোধের মত সেই সময়কালকে বেছে নেব না, যখন কিনা আমরা ধ্বসাত্মক মানসিকতা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। একথা অবশ্য উলটোদিক থেকেও সত্য। আমার মনে হয় এগুলির কোনোটিই কিন্তু কখনোই একের অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এবং আমি সে-কারণেই একজন মহান শিল্পীকে বিচার করি (MOLIERS, TOLSTOY, MELVILLE) সেই গুণের নিরিখে যেটির সাহায্যে ঐ শিল্পীরা স্বার্থপর ভালবাসা আর অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার মত দুটি বিষয়ের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে, নানা ঘাতপ্রতিগাতে আমরা ঐ উদ্বেগ নিজেদের জীবনে সবিনয়ে চারিত করতে বাধ্য হয়েছি। এ কারণেই বহু সৃষ্টিশীল ব্যক্তি চাপের কাছে নত হয়ে, গজদন্ত মিনারে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে অথবা বলা যায় স্কোনো সামাজিক নিয়ম - নিগড়ে নিজেদের বেঁধে নিয়ে। কিন্তু, আমার মনে হয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এক ধরনের নির্লিপ্তি। আমাদের একই সঙ্গে দুর্দশা ও সৌন্দর্যের চর্চা করে যেতে হবে।''

অনস্বীকার্যভাবে কাম্যুর তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক এবং সাংবাদিক গুণসম্পন্ন প্রবন্ধগুলি তাঁকে এই ধরনের ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল; যেটি ছাড়া তাঁর উপন্যাস ও নাটকগুলি সর্বাঙ্গীনভাবে শিল্পগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারত না। এ কথাও সত্যি যে এই একই স্বর তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

পেশার একেবারে শুরু থেকে এবং অবশ্যই প্রথম উপন্যাস রচনা সময় থেকেই, তাঁর বিশ্লেষণধর্মী রচনারীতি দেখে আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে, কাম্যু এক স্থির বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেছেন, যা একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা সম্ভব। এবং ACTUELLS-এর কামু (আমার নিজের অনুবাদ সত্ত্বেও আমি বলতে পারি যে এগুলির অক্ষর এবং শিরোনামই শুধু ফরাসী ভাষায়) আমাকে সব সময়ই সেই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের সন্ধ্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যেদি তরুণ PASCAL, অথবা LA BRUYERE বা VOLTAIRE মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদের আত্মতুষ্টি ও স্থির বিশ্বাসের সমালোচনা করেছিলেন। এতে সেভাবে কিছুই এসে যায় না, কেন আমরা এইসব নামগুলির সঙ্গে কাম্যুকে এক করে নিই যেহেতু তিনি তর্কাতীতভাবে সেইসব নীতিবাদীদের দলে যাঁরা ফরাসী ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন।